POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء:60)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর। (সূরা নিসা, আয়াত: ৬০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 39

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

২৪ সেপ্টেম্বর, 2020 ● 6 সফর 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

নামাযে মনোযোগ ও একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: সেই সব লোকেদের কি হয়েছে যারা নামাযে আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলে? আঁ হযরত (সা.) এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন, এমনকি বলেছেন, মানুষের এর থেকে বিরত থাকা উচিত। নচেত তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) একটি কালো রঙের ডোরাকাটা মাদুরে নামায পড়েন, যার উপর লতাপাতার নকশা অঙ্কিত ছিল। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'এর নকশাগুলি আমার মনোযোগ নষ্ট করেছে। এটি আবু জাহাম (রা.)এর কাছে নিয়ে যাও এবং তার নকশাবিহীন মাদুরটি আমাকে এনে দাও।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

(মাওতা ইমাম মালিক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) একটি রেওয়াত বর্ণিত আছে। হযরত আবু জাহাম (রা.) নবী করীম (সা.)কে একটি মাদুর উপহার দিয়েছিলেন যা তিনি ফিরিয়ে না দিয়ে পাল্টে নিয়েছিলেন।

****

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর চ্যালেঞ্জ
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

দোয়ার জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমটি হল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা এবং সঠিক বিশ্বাস লালন করা। কেননা যে ব্যক্তি নিজের ধর্মবিশ্বাসের সংশোধন কিম্বা কোনও পুণ্যকর্ম সম্পাদন ছাড়াই দোয়া করে, সে খোদাকে পরীক্ষা করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে দোয়ার এক চিরন্তর সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ বর্তমান যুগের জড়বাদীরা দোয়াকে এক প্রকার 'বিদাত' বা নতুন ধর্মরীতি হিসেবে গণ্য করে; অথচ তাদের যাবতীয় পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ইউরোপের সমাজ-আদর্শ অনুকরণেই ব্যায় হয়। কাজেই দোয়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সমীচীন হবে।

দেখ, একটি শিশু ক্ষুধায় কাতর ও অস্থির হয়ে যখন দুধের জন্য আর্তনাদ করে, তখন মায়ের বুকেও দুধ উথলে ওঠে। অথচ শিশু দোয়া দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু কি কারণে তার চিৎকার দুধ টেনে আনে? এটি এমন এক অসাধারণ বিষয় যা সচরাচর প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা থেকে জানে। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, মায়েরা বুকে দুধ অনুভব করে না, অনেক সময় থাকেও না। কিন্তু শিশুর করুণ চিৎকার তার কানে পৌছা মাত্রই বুকে দুধ নেমে আসে। যেন শিশুর সেই চিৎকারের সঙ্গে দুধ আকর্ষণ করা এবং তা নেমে আসার একটা সম্পর্ক রয়েছে। আমি সত্যি সত্যি বলছি, যদি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমাদের ক্রন্দনে এমন আবেগ ও বেদনা থাকে তবে তা তাঁর কৃপা ও করুণাকে উদ্বেলিত করে তাকে নিজের দিকে নামিয়ে আনে। আমি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি, গৃহীত দোয়ার কল্যাণে খোদার যে কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ হয়, আমি সেগুলিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট হতে অনুভব করেছি, বরং বলা যায় এমনটি হতে আমি দেখেছি। তবে আজকের যুগের তমশাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের দার্শনিকরা এটি অনুভব করতে না পারলে বা প্রত্যক্ষ করতে না পারলে এই সত্য পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। বিশেষ করে এমতাবস্থায়, যখন কিনা আমি নিজের দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত আছি। ..... দেখ, আল্লাহ তা'লা আমাদের জিহ্বা তৈরী করেছেন স্নায়ু ও পেশী দ্বারা; এটি যদি এইভাবে গঠিত না হত, আমরা কথা বলতে পারতাম না। তিনি আমাদেরকে জিহ্বা দান করেছেন দোয়ার জন্য, যা হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। আমরা যদি নিজেদের জিহ্বাকে কখনও দোয়ার কাজে না লাগায় , তবে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। দোয়া এমন এক স্বর্গসুখ যে দুর্ভাগ্য বশত পৃথিবীর সামনে সেই পরম সুখানুভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। এটি কেবল নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বোঝা যাবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দোয়ার জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমটি হল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা এবং সঠিক বিশ্বাস লালন করা। কেননা যে ব্যক্তি নিজের ধর্মবিশ্বাসের সংশোধন কিম্বা কোনও পুণ্যকর্ম সম্পাদন ছাড়াই দোয়া করে, সে খোদাকে পরীক্ষা করে। বস্তুত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়ার অভিপ্রায় হল খোদার কাছে প্রার্থনা করা যে তিনি যেন আমাদের কর্মকে পূর্ণতা দান করেন এবং ত্রুটি মুক্ত করেন। অতঃপর صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলার মাধ্যমে আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা যেন সেই পথের হেদায়াত চাই যা পুরস্কারপ্রাপ্ত দলের পথ, এবং তুমি আমাদেরকে অভিশপ্ত দলের পথ থেকে রক্ষা করো, যাদের উপর কুকর্মের কারণে ঐশী প্রকোপ অবতীর্ণ হয়েছিল। এবং 'যাল্লীন' বলার মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তুমি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকেও রক্ষা কর, কেননা, তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াব।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৫)

মসজিদকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আখড়া বা বিবাদ-বিশৃঙ্খলা তৈরীর স্থানে পরিণত করা ভয়ানক অপরাধ, যার অনুমতি ইসলাম কোনওভাবেই দেয় না

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ সূরা বাকারার ১১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - এর দুটি অর্থ। এক, সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কেননা মৃত্যু কখন এসে উপস্থিত হবে তা কেউ জানে না। তাই সব সময় প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি অনুগত থাকা এবং তাঁর আনুগত্যে নিজের জীবন অতিবাহিত করা তোমাদের কর্তব্য, যাতে মৃত্যুকালে যেন তোমাদেরকে কেবল আনুগত্যকারী অবস্থাতেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের এমন উন্নতি কর যে তিনি তোমাদের ধ্বংস মেনে না নেন এবং সেই সময় তোমাদের মৃত্যু দেন যখন তোমরা মোমেন বান্দায় পরিণত হও এবং সন্তুষ্টি অর্জন করে ফেল।

কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং কাঠিন্য- এই উভয় অবস্থা মানুষের জীবনে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে। কখনও কখনও মানুষ আল্লাহ্ তা'লার

শেষাংশ ৯ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (৫)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

اِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

আল্লাহ্ তা'লা যদি স্রষ্টা না হন, তবে কোন অধিকার বলে তিনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জন্মের শাস্তি প্রদান করেন? আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কেন চিরস্থায়ী মুক্তি দেন না? এর কারণ, আর্যদের পরমেশ্বর আত্মাদেরকে স্থায়ী মুক্তি দান করলে এক সময় সমস্ত আত্মা মুক্তি পেয়ে যাবে। আর এভাবে পরমেশ্বরের হাতে একটি আত্মাও অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, আর্যদের বক্তব্য অনুসারে পরমেশ্বর কোনও আত্মা সৃষ্টি করতে পারেন না। এভাবে সমস্ত আত্মা মুক্তি পেয়ে গেলে পরমেশ্বর রিক্তহস্ত হয়ে পড়বেন আর তার ঈশ্বরত্ব শেষ হয়ে যাবে। এই কারণে আর্যদের পরমেশ্বর এই কৌশল অবলম্বন করেছেন; আত্মাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সময় তিনি প্রত্যেক আত্মার কোনও একটি পাপকে নিজের কাছে গোপন করে রেখেছেন এবং সেই পাপের প্রতিদানে তাকে জান্নাত থেকে বের করে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আপত্তির উত্তরে মাস্টার মুরলীধরন সাহেব লেখেন,

"এর উত্তর হল, এমন কথা সেই সব লোকেরা বলে, যারা আত্মা কিম্বা বস্তু, কোনওটির চরিত্র সম্পর্কেই অবগত নয়।"

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬২)

এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'কি চমৎকার উত্তরই না দিয়েছেন! মাস্টার সাহেব যদি কোনও আদালতের বিচারক হন, তবে খুব ভালই রায় দিবেন।'

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬২)

তিনি আরও বলেন, "হে নির্বোধের দল! খোদার স্বয়ংসম্পূর্ণতা কিসের উপর নির্ভর করে? খোদা যদি নিজের শক্তি দ্বারা কিছু করতে সক্ষম না হন, বরং অপরের সাহায্য নিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব পরিচালিত হয়, তবে এর মাধ্যমে কি তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়? না কি তিনি যদি সমস্ত কিছু করতে সক্ষম হন আর তাঁর ঈশ্বরত্ব তাঁরই অসীম শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তবেই তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়? নির্জনে বসে একটু চিন্তা করে দেখ। "

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৩)

আল্লাহ্ তা'লার স্রষ্টা, মালিক এবং সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ একটি বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া তিনি প্রমাণ করেন যে আত্মা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে যে মাস্টার মুরলীধরন সাহেব পুরো তর্কযুদ্ধে কেবল ভিত্তিহীন এবং অনর্থক আপত্তি উত্থাপন ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারেন নি। না পেরেছেন কোনও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ কথা বলতে, আর না দিয়েছেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোনও আপত্তির উত্তর। অর্থাৎ তিনি নিজের ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাসের উপর হওয়া আপত্তিসমূহকে বিন্দুমাত্র প্রতিহত করতে পারেন নি। হযরত মসীহ মওউদ(আ.) এর বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তব্যের সামনে তিনি এক ভিত্তিহীন আপত্তি করে কোনও ক্রমে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লেখেন-

"মির্যা সাহেব এবং সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এটিই বিশ্বাস, এবং কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (মহম্মদ) সাহেবকে লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করল, আত্মা কি বস্তু, তখন তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেন নি এবং সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, 'হে মহম্মদ! তুমি বলে দাও, আত্মা প্রভুপ্রতিপালকের আদেশে সৃষ্টি হয়েছে।' তাই মুসলমানেরা আত্মার বিষয়ে আর কতটুকুই বা বুঝবে! খোদা তাদের পথপ্রদর্শকের নিকটও আত্মার প্রকৃতি বর্ণনা করেন নি। আর খোদা তা'লাও কি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন, 'আত্মা প্রভু প্রতিপালকের আদেশ। অন্যান্য আদেশগুলি কি প্রভু প্রতিপালকের নয়? " (সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭১)

লালা সাহেব এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন-

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ○

আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে বলেন, এবং তাহারা তোমাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হইয়াছে; এবং (উহার সম্বন্ধে) তোমাদিগকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।'

(বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৬)

এখানে স্বল্প জ্ঞানের সম্বোধনটি কুফারদের উদ্দেশ্যে, আঁ হযরত (সা.) এর উদ্দেশ্যে নয়। মাস্টার সাহেবের এই আপত্তির উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন-

'এই মুহূর্তে মাস্টার সাহেবের বোধশক্তি এবং ত্বরাপরায়ণতার কথা চিন্তা করে আমার একটি গল্প মনে পড়ল। কোনও এক শহরে জনৈক ব্যক্তি ছিল, যে কিনা সব সময় নীরব থাকত। তার এমন নীরবতা দেখে মানুষের ভ্রান্তি জন্মাল যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় অত্যন্ত বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে বিপুল মানুষের সমাগম তাকে ঘিরে রাখত। একবার সেই ব্যক্তির মনে এই চিন্তার উদয় হল যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য তার কিছু বলা উচিত। তাই তার মুখ থেকে দু-চারটি কথা বেরিয়ে পড়তেই সকলেই জেনে গেল যে, এই শহরে এর থেকে বড় নির্বোধ দ্বিতীয়টি নেই। তখন তার চারপাশে ঘিরে থাকা ভিড় ক্রমশ মিলিয়ে যেত থাকল এবং লোকেরা তার থেকে দূরে সরে গেল আর সে একাকী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে থাকল। অতি কষ্টে একটি রাত সেই শহরে অতিক্রান্ত করার পর সকাল হতেই সে শহর ছেড়ে গাত্রোত্থান করল এবং যাওয়ার বেলা একটি প্রাচীরের গায়ে লিখে গেল, 'আমি যদি আগে নিজের মুখখানি আয়না দেখে নিতাম, তবে আপন নির্বুদ্ধিতার আবরণ বিদীর্ণ হতে দিতাম না।"

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭১)

তিনি আরও বলেন, " অনুরূপভাবে মাস্টার সাহেবও অজ্ঞ হয়ে না বুঝে আপত্তি করার জন্য নিজের মুখ না খুললেই ভাল করতেন। লালা সাহেব আমি আপনার ভুলত্রুটি কতদূর পর্যন্ত সংশোধন করব? আপনি কার মুখ থেকে শুনেছেন যে মুসলমানেরা নাকি বিশ্বাস করে যে আঁ হযরত (সা.) কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আত্মার সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয় নি? আর আপনি কুরআন শরীফের কোথায় দেখেছেন যে হযরত মহম্মদ (সা.) আত্মার জ্ঞান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন? আমি জানি, আপনি নিজের বুদ্ধির দোষে কুরআন শরীফের এই আয়াতটি অনুধাবন করার বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এর স্পষ্ট অর্থ বুঝতে মাস্টার সাহেব কত বড় ভুলই না করেছেন, এবং মনে করে বসেছেন যে আত্মা সম্পর্কে নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশের উক্তিটি আঁ হযরত (সা.)এর। 'তিনি ছাড়া কেউ শক্তি রাখে না'। এমন বোধ-বুদ্ধি নিপাত যাক। মস্টার সাহেব যদি একটু আরবীর জ্ঞান রাখতেন বা যৎ সামান্য আরবী ব্যকরণটুকুও জানতেন! বন্ধু মহাশয়! একটু চোখ খুলে দেখুন, আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা কারা ছিল? তারা তো আপনাদের ভ্রাতাগণ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে অস্বীকারকারীরা ছিল; তাদেরকেই তো এই উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে আত্মা হল এমন এক ঐশী বিষয় যার রহস্য ভেদ করা কাফেরদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে ঈমান আনলে তোমরা আত্মার প্রকৃতি এবং এর সম্পর্কে জানতে পারবে।"

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬২)

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাস্টার সাহেবকে একশ রুপী পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন,

'যদি মাস্টার সাহেবের মনে এমন চিন্তা বিরাজ করে যে কুরআন শরীফে আত্মা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান বর্ণিত হয় নি, বরং বেদে বর্ণিত হয়েছে এবং আঁ হযরত (সা.) আত্মা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বেদের চারজন ঋষি আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন, তবে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার সহজ উপায় আছে। উপায়টি হল, মাস্টার সাহেব মোকাবেলা করার অঙ্গীকার নিয়ে আমাকে অনুমতি দিন যাতে আমি কুরআন করীমে বর্ণিত আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহকে উদ্ধৃতিসহকারে একটি নিয়মিত পুস্তিকায় সংকলন করি, যার দ্বারা আঁ হযরত (সা.)এর পরিপূর্ণ মারেফাত এবং কুরআন শরীফের ঔৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। আর এই পুস্তিকা আমার পক্ষ থেকে যখন ছেপে প্রকাশ পাবে, তখন মাস্টার সাহেবের জন্য আবশ্যক হবে এর মোকাবেলায় বেদের শ্লোক সহকারে একটি পুস্তিকা রচনা করা, যাতে আত্মা সম্পর্কে বেদের দর্শন বর্ণিত থাকবে। এবং এই বর্ণনা থাকবে যে কিভাবে আত্মা খোদার ন্যায় অজাত এবং অনাদি হয়ে তাঁর সামান্তরালে বিরাজ করছে, এর কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? কিন্তু উভয় পক্ষের জন্য আবশ্যক হবে নিজের নিজের ঐশীগ্রন্থের বাইরে পা বাড়ানো কিম্বা নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত কোনও চিন্তাধারা উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা। বরং সেই সব কথা উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে যা তাদের নিজেদের ঐশীবাণী সংবলিত গ্রন্থ উপস্থাপন করেছে এবং সেই সঙ্গে আয়াত বা শ্লোকের নির্ভুল উদ্ধৃতি এবং অনুবাদ লেখা আবশ্যক হবে যাতে শ্রোতারা নিজেদের মতামত লিখে জানাতে পারে যে এই কথাগুলির উৎস সঠিক কি না। কাজেই মাস্টার সাহেব যদি এই শর্তগুলি মেনে নিয়ে মোকাবেলা করে দেখান বা আর্য সম্প্রদায়ের সর্বজনস্বীকৃত বিশিষ্ট বিদ্বান মাস্টার সাহেব, মুনশী ইন্দ্রমন সাহেব মুরাদাবাদী, লাহোরের আর্যসমাজের সেক্রেটারী মুনশী জীবনদাস সাহেব ও প্রমূখদের মধ্য থেকে কোনও ব্যক্তিও এর জন্য এগিয়ে আসেন, তবে আমি কথা দিচ্ছি, এমন ব্যক্তিকে নগদ একশ' টাকা পুরস্কার দিব। ..... (ক্রমশ...)

জুমআর খুতবা

নবী আকরম (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক নবীর শিষ্য থাকে; আমার শিষ্য যুবায়ের (রা.)’

আঁ হযরত (সা) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর স্মৃতিচারণা

তিনজন মরহুমীনের প্রশংসা সূচক গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়, যারা হলেন মাননীয় মেরাজ আহমদ সাহেব শহীদ (ডাবগিরি গার্ডেন, পেশাওয়ার), মাননীয় আদীব আহমদ সাহেব নাসের, মুরুব্বী সিলসিলা (আহদীপুর, নারোয়াল), এবং মাননীয় হামীদ আহমদ শেখ সাহেব (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান) হুযুর আনোয়ার মরহুমীনদের জানাযা গায়েব পড়ান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২১ আগস্ট , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২১ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম-এর পিতার নাম ছিল আওয়াম বিন খুআয়লেদ আর মাতার নাম ছিল সফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, যিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফু ছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বংশক্রম কুসাই বিন কিলাব পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। তিনি রসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হয়েছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর (অপর এক) কন্যা আয়েশা (রা.)-এর সাথে। এভাবে হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভায়রা-ভাইও (শ্যালীপতি) ছিলেন। এ ছিল মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক। তার ডাকনাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার মাতা হযরত সফিয়া (রা.) নিজের ভাই যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালেব-এর ডাকনাম অনুসারে তার ডাকনাম রেখেছিলেন আবু তাহের। কিন্তু হযরত যুবায়ের (রা.) নিজের ডাকনাম তার পুত্র আব্দুল্লাহ্র নামের সাথে মিলিয়ে রাখেন, যা পরবর্তীতে অধিক প্রসিদ্ধি পায়। হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি ছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। হযরত যুবায়ের (রা.) ১২ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি ৮ কিংবা ১৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সেই ছয় সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শূরার সদস্যের একজন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) নিজ মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৭) (সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৭)

হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পিতা আওয়ামের মৃত্যু বরণের পর নওফেল বিন খুআয়লেদ তার ভাতিজা যুবায়েরকে লালন-পালন করতেন।হযরত যুবায়ের (রা.)-এর মাতা হযরত সফিয়া (রা.) যুবায়ের (রা.)-এর শিশুকালে তাকে প্রহার বা বকাঝকা করতেন। তখন নওফেল অর্থাৎ তার চাচা হযরত সফিয়া (রা.)-কে বলেন, শিশুদেরকে কি এভাবে প্রহার করা হয় বা শাসন করা হয়! তুমি তো এমনভাবে প্রহার কর যেন তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। তখন হযরত সফিয়া এই পঙক্তিগুলো পাঠ করেন,

মান ক্বালা ইন্নি উবগিযুহু ফাক্বাদ কাযাব
ওয়া ইন্নামা আযরিবুহু লেকায় ইয়ালাব
ওয়া ইয়াহ্যেমাল জায়শা ওয়া ইয়া'তি বিস্ সালাব
ওয়া লা ইয়াকুন লেমালিহি খাবআ ওয়াখাব

ইয়াকুলু ফিল বায়তে মিন তামরে ওয়াহাব

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এটি মনে করে যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট, সে মিথ্যাবাদী। আমি তাকে এজন্য প্রহার করি যেন সে সাহসী হয় এবং সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে, নিহতদের সম্পদ নিয়ে ফিরে আসে এবং নিজ সম্পদের জন্য যেন লুকিয়ে বসে না থাকে, অর্থাৎ ঘরে বসে বসে কেবল খেজুর ও খাবার খেতে থাকবে (এমন যেন না হয়)।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৮)

যাহোক এ ছিল তার চিন্তাধারা আর এটিই তার তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের রীতি; সাহসী বানানোর এটিই পন্থা মাত্র। এটি আবশ্যক নয় যে, একে আমরা খুব ভালো পন্থা আখ্যা দিব। সাধারণত আজকাল এটিই দেখা যায় যে, এর ফলে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা তখন তাকে মারধর বা কঠোরতার কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করেছেন। মায়ের মমতা সর্বজনবিদিত, তিনি অবশ্যই আদরও করতেন, শুধু মারধরই করতেন- এমন নয়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্পষ্ট যে, সত্যিই তার মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। কী কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু যা-ই হোক, তার ওপর শৈশবের এই মারধরের নেতিবাচক কোন প্রভাব পড়ে নি। এখন যদি কেউ এখানে এ পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করে তাহলে সাথে সাথে সোশ্যাল সার্ভিসের লোকেরা এসে সন্তানদের নিয়ে যাবে। তাই মায়েরা আবার এমন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করবেন না।

হযরত যুবায়ের (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার চাচা তাকে একটি চাটাইয়ে মুড়িয়ে ধোঁয়া দিতো যেন তিনিইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কুফরি বা অবিশ্বাসে ফিরে যান। কিন্তু তিনি বারবার এ কথাই বলতেন যে, এখন আর আমি কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করব না।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) খুবই সাহসী এক যুবক ছিলেন। ইসলামের বিজয়ের যুগে তিনি এক অসাধারণ সেনাপতি প্রমাণিত হয়েছেন। তার চাচাও তাকে খুবই অত্যাচার ও নিপীড়ন করত। চাটাইয়ে মুড়িয়ে নীচে থেকে ধোঁয়া দিত যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় আর এরপর বলত, ইসলাম পরিত্যাগ করবে কিনা বল? কিন্তু তিনি এসব নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করতেন এবং উত্তরে এটিই বলতেন যে, সত্য অনুধাবন পর এখন আমি তা অস্বীকার করতে পারব না।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বাল্যকালে একবার মক্কায় এক ব্যক্তি তার সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দেয় আর তাদের মাঝে হাতাহাতি হয়ে যায়। সম্ভবত সেই ব্যক্তি কোন কঠোর ব্যবহারকরে থাকবে। তিনি ছোট বালক ছিলেন আর সেই ব্যক্তি বয়স্ক কোন পুরুষ ছিল। যাহোক এই লড়াইয়ে তিনি সেই ব্যক্তির হাতভেঙে দেন এবং গুরুতরভাবে আহত করেন। হযরত সফিয়া (রা.)-কে দেখানোর জন্য সেই ব্যক্তিকে বাহনে চড়িয়ে আনা হয় যে,দেখুন, আপনার ছেলে এর কী দুরবস্থা করেছে। হযরত সফিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তার কী হয়েছে? লোকেরা বলে, হযরত যুবায়ের (রা.) তার সাথে মারামারি করেছে। অপরাধ কার ছিল তা তারা বলে নি। যাহোক মারামারি

হয়েছে। হযরত সফিয়া(রা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-এর এই বীরত্ব দেখে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

কাইফা রাআয়তা যাবরান

আ-আকেতান হাসেবতাহু আম তামরা

আম মুশমাইল্লান সাকরান

অর্থাৎ তুমি যুবায়েরকে কেমন দেখলে? তাকে কি পনির বা খেজুরের মতো ভেবেছিলে যে, সহজেই খেয়ে ফেলবে আর তার সাথে যা খুশি তাই করবে? সে তো ক্ষিপ্র ঈগলের ন্যায়, তুমি তাকে এমন ঈগলের ন্যায় পেয়ে থাকবে যে ক্ষিপ্র গতিতে হামলা করে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৫)

হযরত যুবায়ের (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিজরত করে মদিনায় আসার পর তিনি হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমি যখন হিজরতের উদ্দ্যেশে মক্কা থেকে যাত্রা করি তখন আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। তিনি বলেন, আমি কুবায় যাত্রাবিরতি দিই আর সেখানেই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ভূমিষ্ট হয় এরপর আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তাকে নিজের কোলে তুলে নেন। এরপর তিনি একটি খেজুর আনতে বলেন (আর তা আনা হলে) তিনি তা চিবিয়ে নেন। অতঃপর সেই শিশুর মুখে তিনি (সা.) প্রথমে নিজ মুখের লালা দেন। তার পেটে সর্বপ্রথম জিনিস যা গিয়েছিল তা ছিল রসূল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র লালা। এরপর মহানবী (সা.) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার,হাদীস-৩৯০৯)

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আসমা (রা.)-এর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। সাত কিংবা আট বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর তিনি বয়আত করার জন্য নবী করীম (সা.)-এর সমীপে আসেন। তার পিতা হযরত যুবায়ের (রা.) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, যাও! বয়আত কর। মহানবী (সা.) তাকে নিজের দিকে আসতে দেখে মুচকি হাসেন এবং এরপর তার বয়আত গ্রহণ করেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আদাবা, হাদীস- ২১৪৬)

মক্কায় মুহাজেরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। মদিনায় হিজরতের পর আনসারদের সাথে মুহাজেরদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের সময় হযরত সালেমা বিন সালামা (রা.) তার ধর্মভাই হন। (উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭)

হযরত যুবায়ের (রা.) তার পুত্রদের নাম শহীদ (সাহাবীদের) নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছিলেন এই আশায় যে আল্লাহ্ তা'লাতাদেরকে শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন। আব্দুল্লাহ্‌র নাম আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-এর নামানুসারে, মুনযেরের নাম মুনযের বিন আমর (রা.)-এর নামানুসারে, উরওয়ার নাম উরওয়া বিনমাসুদ (রা.)-এর নামানুসারে, হামজার নাম হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর নামানুসারে, জাফরের নাম জাফর বিন আবুতালেব (রা.)-এর নামে, মুসআবের নাম মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর নামানুসারে, উবায়দার নাম উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর নামানুসারে, খালেদের নাম খালেদ বিন সাঈদ (রা.)-এর নামানুসারে আর আমরের নাম আমর বিন সাঈদ (রা.)-এর নামানুসারে রাখেন। হযরত আমর বিন সাঈদ (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৪)

এটি কতটা সঠিক তা জানা নেই, কেননা হযরত আব্দুল্লাহ্‌র জন্মের সময় অনুযায়ী যদি তিনি (ইসলাম ধর্মে) প্রথম শিশু হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কত সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর তখন পর্যন্ত কারো শাহাদত হয়েছিল কিনা তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। কিন্তু যাহোক, সেসব বুযুর্গের নামানুসারে তিনি এ নামগুলো রেখেছিলেন।

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের (রা.) এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, তিনি বাহনে আরোহন করলে তার পা মাটি স্পর্শ করত। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের যেভাবে আমি হাদীস বর্ণনা করতে শুনি, অর্থাৎ তারা মহানবী (সা.)-এর বরাতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন, আপনার কাছ থেকে তেমনটি শুনি না- এর কারণ কী? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি কখনোই নবী করীম (সা.) থেকে পৃথক হই নি। কিন্তু মহানবী (সা.)-কে আমি একথা বলতেও শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে সে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানায়। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫১)

এর অর্থ এটি নয় যে, বাকিরা মিথ্যারোপ করতেন, বরং সতর্কতা অবলম্বন করাকে আমি নিজের জন্য উত্তম মনে করি। যদিও সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপের (কথা বলা হয়েছে) কিন্তু তিনি এতটা সতর্ক ছিলেন যে, তিনি বলতেন, ভুল করেও যেন কোন কথা আরোপ করে না দিই আর এভাবে শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়ি- এটি ছিল তাঁর সতর্কতা!

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজের তরবারি খাপ থেকে বের করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) একবার মক্কার মাতাবেখ নামক উপত্যকায় বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ আসে যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি খাপ থেকে নিজের তরবারি বের করতে করতে বিশ্রামস্থল থেকে বেরিয়ে পড়েন আর পথিমধ্যে মহানবী (সা.) তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, যুবায়ের! থামো, কী হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন, আপনাকে শহীদ করা হয়েছে এমন একটি কথা আমার কানে এসেছে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আমাকে যদি আসলেই শহীদ করে দেওয়া হতো তাহলে তুমি কী করতে পারতে? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সেক্ষেত্রে আমি সমস্ত মক্কাবাসীকে হত্যা করার সংকল্প করেছি। মহানবী (সা.) তখন তার জন্য বিশেষ দোয়া করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তার তরবারির জন্যও দোয়া করেছিলেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেন, আমি আশা করি তার পক্ষে মহানবী (সা.) এর দোয়া আল্লাহ্ তা'লা বিফল করবেন না।

(কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, ২ খণ্ড, পৃ: ৭৩৩) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১২) (মুজামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭১)

হযরত যুবায়ের বদর ও উহুদসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)- এর সাথে অনড়-অবিচল ছিলেন এবং তাঁর হাতে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার শর্তে বয়আত করেন। মক্কা বিজয়কালে মুহাজেরদের তিনটি পতাকার মাঝে একটি পতাকা হযরত যুবায়ের-এর কাছে ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৭)

বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল দু'টি ঘোড়া ছিল যার একটিতে হযরত যুবায়ের আরোহিত ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৬)

হযরত উরওয়া থেকে বর্ণিত, হযরত যুবায়ের-এর দেহে তরবারির তিনটি গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল, যেগুলোর ভিতরে আমি আমার আঙুল ঢুকিয়ে দিতাম। এর দু'টি আঘাত তিনি পেয়েছিলেন বদরের যুদ্ধে এবং অপর আঘাতটি পেয়েছিলেন ইয়ারমুকের যুদ্ধে।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৯)

মূসা বিন মুহাম্মদ নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে হলুদ পাগড়ির কারণে চেনা যেতো। বদরের যুদ্ধে হযরত যুবায়ের হলুদ পাগড়ি বেঁধে রেখেছিলেন আর মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, ফেরেশতারা যুবায়েরের বেশে (হলুদ পাগড়ি বেঁধে) অবতরণ করেছে। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাহায্যার্থে যে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছিলেন, তারাও একই ধরনের পাগড়ি পরিধান করে যুদ্ধ করছে। হিশাম বিন উরওয়া নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

বলতেন, বদরের যুদ্ধের দিন উবায়দা বিন সাঈদের মুখোমুখি হই আর সে আপাদমস্তক বর্মাবৃত ছিল এবং তার কেবল চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছিল। তার উপনাম ছিল আবু যাতিল কারশ্। সে বলে, আমি হলাম আবু যাতিল কারশ্। এ কথা শুনতেই আমি তার ওপর বর্শা দিয়ে আক্রমণ করি এবং তার চোখে আঘাত হানি। সে সেখানেই মারা যায়। হিশাম বলতেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের বলতেন, আমি তার দেহে আমার পা রেখে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বহু কষ্টে সেই বর্শা টেনে বের করি। বর্শার উভয় পাশ বাঁকা হয়ে যায়,অর্থাৎ এত জোরে তিনি আঘাত হেনেছিলেন। উরওয়া বলতেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরের কাছে সেই বর্শাটি চেয়ে পাঠান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে তা উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) যখন পরলোক গমন করেন, তখন হযরত যুবায়ের সেটি ফেরত নেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত বর্শাটি চাইলে হযরত যুবায়ের তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন পরলোক গমন করেন, তখন হযরত উমর (রা.) তার কাছে সেই বর্শাটি চান এবং তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত যুবায়ের তা পুনরায় ফেরত নিয়ে নেন। পরবতীতে হযরত উসমান (রা.) তার কাছে সেই বর্শা চাইলে হযরত যুবায়ের তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা.) -এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরগণ সেটি লাভ করে। পরিশেষে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের তাদের কাছ থেকে সেটি ফেরত নেন এবং আমৃত্যু সেটি তার কাছেই ছিল যতদিন না হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে শহীদ করা হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব-১২, হাদীস-৩৯৯৮)

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) আমার জন্য নিজ পিতামাতা উভয়কে একত্রিত করেন, অর্থাৎ আমাকে বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য নিবেদিত হোন।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫০, হাদীস-১৪০৮)

হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন এক মহিলাকে সম্মুখ থেকে খুব দ্রুত গতিতে আসতে দেখা যায়। আরেকটু হলেই তিনি শহীদদের লাশ দেখে ফেলতেন। মহানবী (সা.) এটিকে পছন্দ করন নি যে, কোন মহিলা তাদের (অর্থাৎ শহীদদের লাশ) দেখবে, কেননা নির্মমভাবে তাদের অঙ্গাচ্ছেদ করা হয়েছিল। একারণে তিনি (সা.) বলেন, এই মহিলাকে থামাও, এই মহিলাকে বাধা দাও। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, তিনি আমার মা সফিয়া। অতএব আমি তার দিকে ছুটে যাই এবং তিনি শহীদদের লাশের কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই আমি তার নিকট পৌঁছে যাই। আমাকে দেখে তিনি আমার বুকে করাঘাতে আমাকে পিছনে ঠেলে দেন। তিনি একজন শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, সরে যাও, তোমার সাথে আমার কোন কথা নেই, অর্থাৎ আমি তোমার সাথে কোন কথা বলতে চাই না, তুমি দূরে সরে যাও, আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। আমি বললাম, মহানবী (সা.) আপনাকে এই লাশগুলো না দেখার কসম দিয়েছেন। এটি শুনতেই তিনি বিরত হন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বরাতে যখন কথা বলা হয়, তখন তিনি থেমে যান আর নিজের কাছে থাকা দুটি কাপড় বের করে বলেন, এ দুটি কাপড় আমি আমার ভাই হামযার জন্য নিয়ে এসেছি, কেননা আমি তার শাহাদাতের সংবাদ পেয়েছি। তুমি এই কাপড় দুটো তার কাফন হিসেবে ব্যবহার করো। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সফিয়া বলেন, আমি জানি যে, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে এবং তা খোদার পথেই হয়েছে। আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত হামযা (রা.)-এর সাথে যে আচরণই করা হয়েছে তাতে আমি কেন সন্তুষ্ট হব না? আমি ইনশাআল্লাহ্ ধৈর্য ধারণ করব এবং তাঁরই সমীপে এর প্রতিদান কামনা করব। হযরত যুবায়ের (রা.) মায়ের এই উত্তর শুনে মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে আসেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। মহানবী (সা.) বলেন, সফিয়াকে ভাইয়ের লাশের কাছে যেতে দাও। হযরত সফিয়া (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে তার ভাইয়ের লাশ দেখেন এবং তার জন্য দোয়া করার পর বলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তার মাগফেরাতের দোয়া করেন। এরপর মহানবী (সা.) তাকে দাফন করার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা উক্ত কাপড় দুটি যখন হযরত হামযাকে কাফন হিসেবে পরাতে যাই তখন দেখি তার পাশে একজন আনসার শহীদ হয়ে পড়ে আছেন আর তার সাথেও সেরূপ আচরণই করা হয়েছিল যা হযরত হামযা (রা.)-এর সাথে করা হয়েছিল। হযরত হামযা (রা.) এর কাফনের জন্য দুটি কাপড় ব্যবহার করব আর সেই আনসার একটি কাপড়ও পাবেন না- এটি ভেবে আমরা ভীষণ লজ্জিত হলাম। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, একটি কাপড় দিয়ে হযরত হামযা (রা.)-কে এবং অপরটি দিয়ে আমরা সেই আনসার সাহাবীকে কবরস্ত করব। পরিমাপ করে আমরা দেখতে পাই যে, উক্ত দুইজনের মাঝে একজন তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকায় ছিলেন। তাই আমরা লটারি করি এবং লটারিতে যার নামে যে কাপড় আসে তাকে সেটি দিয়েই দাফন করি। তারপরও তা (দেহ আবৃত করার জন্য) যথেষ্ট ছিল না বরং ঘাস দিতে হয়েছিল।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২) (আসসীরাতুন নবুয়াহ, লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত, পরিখার যুদ্ধে মহানবী (সা.) বলেন, কেউ কি আমাকে বনু কুরায়যার সংবাদ এনে দিতে পারে? তখন হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি উপস্থিত আছি। পুনরায় মহানবী (সা.) বলেন, কেউ কি আছে যে আমাকে বনুকুরায়যার সংবাদ এনে দেবে? হযরত যুবায়ের (রা.) আবারো বলেন, আমি উপস্থিত আছি। মহানবী (সা.) তৃতীয়বার বলেন যে, কেউ আছে কি যে আমাকে বনু কুরায়যার সংবাদ দিতে পারে? হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (বা বিশেষ শিষ্য) হয়ে থাকে আর আমার হাওয়ারী হলেন, যুবায়ের। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে বলতো, আমি মহানবী (সা.)-এর হাওয়ারীর পুত্র। এটি শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেন, তুমি যদি হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে হয়ে থাক তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় নয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত যুবায়ের (রা.) ছাড়া আর কেউ আছে কি যাকে মহানবী (সা.)-এর হাওয়ারী বলা হতো? উত্তরে হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমার জানা মতে আর কেউ নেই। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, আহযাবের যুদ্ধের দিন আমাকে ও উমর বিন আবি সালামাকে মহিলাদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি তাকিয়ে দেখতে পেলাম হযরত যুবায়ের তার ঘোড়ায় আরোহিত। আমি তাকে বনু কুরায়যার (দুর্গের) দিকে দু'বার বা তিনবার যেতে দেখি। ফিরে এসে আমি বললাম, আব্বু! আমি আপনাকে এদিক সেদিক যেতে দেখেছিলাম। তিনি বলেন, হে পুত্র! তুমি কি সত্যিই আমাকে দেখেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, কে বনু কুরায়যার কাছে যাবে এবং আমাকে তাদের সংবাদ এনে দিবে? এটি শুনে আমি চলে যাই। যখন আমি ফিরে এসে মহানবী (স.)-কে তাদের সংবাদ প্রদান করি তখন তিনি আমার জন্য তাঁর (সা.) পিতামাতা উভয়ের নাম নেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য নিবেদিত।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৭২০)

খায়বারের যুদ্ধে ইহুদিদের প্রসিদ্ধ নেতা মরহব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার হাতে নিহত হয়। তখন তার ভাই ইয়াসের যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং 'মান ইয়ুবারেয' ধ্বনি উচ্চকিত করে, অর্থাৎ কে আছে যে আমার সাথে লড়াই করবে? হযরত যুবায়ের তার সাথে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসেন। তখন হযরত সফিয়া মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আজ আমার পুত্রের শাহাদত লাভের সৌভাগ্য হবে। মহানবী (স.) বলেন, না, বরং তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে। হযরত যুবায়ের ইয়াসেরের সাথে লড়াইয়ের জন্য অগ্রসর হন এবং সে হযরত যুবায়ের-এর হাতে নিহত হয়।

(সীরাতুন্নাবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

হযরত যুবায়ের ঐ তিন ব্যক্তিরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (স.) সেই নারীর সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন যে (মক্কার) কাফেরদের জন্য হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'-র পত্র নিয়ে যাচ্ছিল। যদিও এর উল্লেখ পূর্বে হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এখানেও কিছুটা উল্লেখ করছি।

হযরত আলী থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) আমাকে ও হযরত যুবায়ের

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

এবং হযরত মিক্বদাদকে এক স্থানে প্রেরণের সময় বলেন, যখন তোমরা রওযায়ে খাখ-এ পৌঁছবে, এক মহিলাকে পাবে যার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা তার কাছ থেকে সেই পত্রটি নিয়ে ফিরে আসবে। নির্দেশ অনুসারে আমরা যাত্রা আরম্ভ করি আর আমরা রওযায়ে খাখ (এটি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) পৌঁছি যাই এবং সেখানে সত্যিই এক নারীর দেখা পাই। আমরা তাকে বলি, তোমার কাছে যে পত্র আছে তা বের করে দাও। সে বলে, আমার কাছে কোন পত্র নেই। তখন আমরা তাকে বলি, হয় তুমি স্বেচ্ছায় পত্রটি বের করে দাও নয়তো আমরা কঠোর হবো, প্রয়োজনে তোমাকে বিবস্ত্র করব তথা এর জন্য আমাদের যা করতে হয় আমরা তা করব। তখন নিরুপায় হয়ে সে তার খোপা থেকে একটি পত্র বের করে আমাদের দিয়ে দেয়। উক্ত পত্র নিয়ে আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হই। পত্রটি খুলে দেখা গেল সেটি হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'-র পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের উদ্দেশ্যে লেখা, যাতে মহানবী (সা.)-এর একটি সিদ্ধান্তের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হাতেব! ব্যাপার কি? তুমি এটি কি করেছ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। কুরাইশদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। আসলে আমি তাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। আমি এ কাজ কাফের হয়ে বা মুরতাদ হয়ে অথবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফর বা অবিশ্বাসকে পছন্দ করে করিনি। বরং তাদের প্রতি কেবল একটি অনুগ্রহ করার মানসে আমি এটি করেছি। তার কথা শুনে মহানবী (স.) হযরত আবি বালতা' সম্পর্কে বলেন, সে তোমাদের সাথে সত্য কথা বলেছে। হযরত উমর তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিলেন, ক্রোধে দিশেহারা হয়ে তিনি মহানবী (স.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমাকে এই মুনাফিকের শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তুমি হয়ত জাননা যে, আল্লাহ্‌তা'লা বদরে অংশগ্রহণকারীদের (হৃদয়ে) আকাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছেন এবং বলেছেন, তোমরা যা-ই কর না কেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫১, হাদীস-৬০০) (ফারহাঙ্গো সীরাত, প্রণেতা- সৈয়্যদ ফযলুর রহমান, পৃ: ১৩৬)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা জয় করেন, তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম সৈন্যবাহিনীর বামপাশে ছিলেন এবং হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ সেনাবাহিনীর ডান অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তখন উক্ত দু'জন অর্থাৎ হযরত যুবায়ের ও হযরত মিক্বদাদ (রা.)অশ্বারোহী অবস্থায় আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) উঠে গিয়ে নিজের চাদর দিয়ে তাদের মুখ থেকে ধুলোবালি মুছে দিতে থাকেন এবং বলেন, আমি ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ এবং আরোহীদের জন্য একভাগ নির্ধারণ করেছি।যে তাদেরকে কম দিবে, আল্লাহ্‌ও তাকে কম দিন। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত যুবায়েরের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হুবল নামক প্রতিমার উপর তাঁর ছড়ি দিয়ে আঘাত করেন এবং তা এর নির্ধারিত স্থান থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়, তখন হযরত যুবায়ের আবু সুফিয়ানের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলেন, আবু সুফিয়ান! মনে আছে, উহুদের দিন যখন মুসলমানরা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তুমি দম্ভভরে এই ঘোষণা দিয়েছিলে যে ও'লু হুবল- ও'লু হুবল অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক- হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক; আর এ-ও (বলেছিলে) যে, হুবলই তোমাদেরকে উহুদের দিন মুসলমানদের উপর বিজয় দিয়েছে? আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার সামনে হুবলের টুকরো পড়ে আছে! আবু সুফিয়ান বলে, যুবায়ের, এসব কথা এখন বাদ দাও! আজ আমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, যদি মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকত, তাহলে আমরা যা দেখছি- এরকম কখনোই হতো না! অতএব তিনি-ই (প্রকৃত) খোদা, যিনি মহানবী (সা.)-এর খোদা।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭)

হুনায়নের যুদ্ধের দিন হাওয়াযেন গোত্রের আকস্মিক তির বর্ষণ, উপরন্তু সেদিন ইসলামী বাহিনীতে দু'হাজার নওমুসলিম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলশ্রুতিতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) রণক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ রয়ে পড়েন। হযরত আব্বাস (রা.)মহানবী (সা.)-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। কাফেরদের নেতা মালেক বিন অওফ একটি গিরিপথে অশ্বারোহীদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল; সে দেখল যে, কিছু অশ্বারোহী আসছে। মালেক বিন অওফ জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? তার সঙ্গীরা বলল, এরা কিছু লোক যারা নিজেদের বর্শা ঘোড়ার দু'কানের মাঝে রেখেছে। সে বলল, এরা বনু সুলায়েম গোত্রের লোক; তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই। তারা আসে এবং উপত্যকার দিকে চলে যায়। এরপর সে আরেকটি অশ্বারোহী দলকে এগিয়ে আসতে দেখে। মালেক জিজ্ঞেস করে, কী দেখতে পাচ্ছ? তারা বলল, এরা বর্শা হাতে কিছু লোক। সে বলল, এরা অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক; তাদের পক্ষ থেকেও তোমাদের কোন ভয় নেই। গিরিপথের নিকটে পৌঁছে তারাও বনু সুলায়েমের মতো উপত্যকার দিকে এগিয়ে যায়। এরপর একজন অশ্বারোহী চোখে পড়ে। মালেক তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, কী দেখতে পাচ্ছ? তারা বলল, একজন অশ্বারোহী আসছে; দীর্ঘকায়, কাঁধে বর্শা, মাথায় লাল পট্টি বেঁধে রেখেছে। মালেক বলল, তিনি হলেন যুবায়ের বিন আওয়াম। লাতের কসম,তার সাথে তোমাদের লড়াই হবে; এখন অবিচল হও। হযরত যুবায়ের যখন গিরিপথে পৌঁছেন আর অশ্বারোহীরা তাকে দেখতে পায়। হযরত যুবায়ের পাহাড়ের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং বর্শা দিয়ে এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, গিরিপথ উক্ত কাফের নেতাদের কাছ থেকে মুক্ত করে নেন।

(গোলাম বারি সাইফ রচিত 'রওশন সিতারে', ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২-৫৩) (সীরাতান্নাবুয়াহ, লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৬)

উরওয়া নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, ইয়ারমূকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীরা হযরত যুবায়েরকে বলেন, আপনি কি হামলা করবেন না যেন আমরাও আপনার সাথে হামলা করতে পারি। হযরত যুবায়ের বলেন, আমি যদি আক্রমণ করি (তোমরা আমার সঙ্গ দিতে পারবে না) তোমরা পিছিয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা পেছনে পড়ব না। অতঃপর হযরত যুবায়ের কাফেরদের ওপর এত তড়িৎ হামলা করেন যে, তাদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যান এবং পেছন ফিরে দেখেন যে, একজনও তার সাথে নেই। অতঃপর তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে কাফেররা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তার কাঁধে দু'টি আঘাত হানে। (তার পাওয়া আঘাত গুলোর মাঝে) সেই বড় আঘাতটিও ছিল যা বদরের যুদ্ধে তিনি পেয়েছিলেন। উরওয়া বলতেন, আমি শৈশবে আমার আঙুল সেসব আঘাতের স্থানে ঢুকিয়ে খেলা করতাম। উরওয়া আরো বলেন, সে সময় ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত যুবায়েরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরও ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। হযরত যুবায়ের তাকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৭৫)

সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিশরে আক্রমণ করা হয়। মিশর এর বিজেতা হযরতআমর বিন আস আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করেন, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে নীল নদের তীরে তাবু টানানো হয়েছিল, একারণে এটিকে ফুসতাত বলা হয় আর এই স্থানটিই পরবর্তীতে শহরে রূপান্তরিত হয়। এ শহরেরই নতুন অংশ বর্তমানে কায়রো হিসেবে পরিচিত। তারা এটি ঘেরাও করে। দুর্গের দৃঢ়তা এবং সেনাস্বল্পতা দেখে হযরত আমর বিন আস হযরত উমরের কাছে শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেনা প্রেরণের আবেদন করেন। হযরত উমর দশ হাজার সৈন্য এবং চারজন সেনাকর্মকর্তা প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সেনাকর্মকর্তা এক হাজার সৈন্যের সমান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত যুবায়ের (রা.)। তিনি পৌঁছলে হযরত আমর বিন আস অবরোধ বা ঘেরাও করার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি ঘোড়ায় আরোহন করে দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করেন, সৈনিকদের সারিবদ্ধ করেন, অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেন আর কামানের মাধ্যমে দুর্গে পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করেন। অবরোধ সাত মাস স্থায়ী হয়, কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। হযরত যুবায়ের একদিন বলেন, আজ আমি মুসলমানদের জন্য আত্মোৎসর্গ করছি। একথা বলে তিনি তরবারি বের করেন এবং সিঁড়ি লাগিয়ে দুর্গের পাঁচিলে আরোহন করেন।আরো কতিপয় সাহাবীও তার সঙ্গ দেন। প্রাচীরে চড়ে সবাই একযোগে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করেন আর একই সাথে পুরো সেনাবাহিনী এত জোরে স্লোগান দেয় যে, দুর্গের ভূমি কেঁপে উঠে। খ্রিষ্টানরা মনে করে যে, মুসলমানরা দুর্গের ভিতরে এসে গেছে, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। হযরত যুবায়ের প্রাচীর থেকে নেমে দুর্গের দ্বার খুলে দেন এবং পুরো বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করে।

(গোলাম বারি সাইফ রচিত 'রওশন সিতারে', ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪-৫৫)

(মুজামুল বুলদান, পৃ: ২৫৯, প্রকাশক, আল ফায়সাল উর্দু বাজার, লাহোর)

হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় খিলাফত কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে খিলাফত নির্বাচনের ঘটনা বুখারী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে লোকজন বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাকে খলীফা নিযুক্ত করবেন সে সম্পর্কে ওসীয়্যত করুন । তিনি বলেন, আমি সেই কয়েক ব্যক্তির চেয়ে আর কাউকে এই খিলাফতের অধিক যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর নাম উল্লেখ করে বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তোমাদের সাথে থাকবেন, কিন্তু খিলাফতের ওপর তার কোন অধিকার থাকবে না। অতঃপর বলেন, সা'দ (রা.) যদি খিলাফত লাভ করেন তাহলে তিনিই খলীফা হবেন, নতুবা তোমাদের মাঝে যাকেই আমীর নিযুক্ত করা হয়, সে যেন নিয়মিত সা'দের (রা.) পরামর্শ নেয়, কেননা আমি তাকে এজন্য অপসারণ করি নি যে, তিনি কোন কাজ করতে অপারগ ছিলেন আর এজন্যও নয় যে, তিনি কোন খেয়ানত বা অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, আমার পর নির্বাচিত খলীফাকে প্রথমে আমি মুহাজেরদের বিষয়ে ওসীয়্যত করছি যে, তিনি যেন তাদের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেতন থাকেন এবং তাদের সম্মানের প্রতি যত্নবান হন। আর আমি আনসারদের সাথেও সদ্ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা মুহাজেরদের পূর্বে ঈমানকে নিজেদের গৃহে স্থান দিয়েছেন। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাকে যেন গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে যে দোষী তাকে যেন উপেক্ষা করা হয়। আমি তাঁকে (অর্থাৎ ভবিষ্যত খলীফাকে) সকল নগরিকের সাথে সদ্ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, জাকাত সংগ্রহকারী এবং শত্রুপক্ষের ক্রোধের কারণ। সেইসাথে আরো ওসীয়্যত করছি যে মানুষের কাছ থেকে তাদের সম্মতিক্রমে কেবল ততটুকুই যেন নেয়া হয় যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে আর আমি তাঁকে মরুবাসী আরবদের সাথে উত্তম ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা আরবদের মূল আর ইসলামের মৌলিক উপকরণ। তাদের এমন সম্পদ থেকে যেন নেওয়া হয় যা তাদের কোন কাজের নয়, অতঃপর সেগুলো যেন তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হয়। আর আমি তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর হাতে সোপর্দ করছি। যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে, সেই অঙ্গীকার যেন রক্ষা করা হয় আর তাদের সুরক্ষার যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকেও যেন ততটাই নেওয়া হয়, যতটুকু দেওয়ার সাধ্য তাদের রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) মৃত্যু বরণের পর তাঁর দাফন-কাফন শেষে সেই ছয় ব্যক্তি একত্রিত হন, যাদের নাম হযরত উমর (রা.) উল্লেখ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের ওপর ন্যস্ত কর। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার অধিকার হযরত আলীর (রা.) পক্ষে ছেড়ে দিচ্ছি, হযরত তালহা (রা.) বলেন আমি আমার অধিকার হযরত উসমানকে দিচ্ছি। হযরত সা'দ (রা.) বলেন- আমি আমার অধিকার হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে প্রদান করছি। হযরত আলী (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-কে হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে যে-ই এই বিষয়ে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করবে আমরা তার হাতেই এই দায়িত্ব ন্যস্ত করব আর আল্লাহ্ তা'লা এবং ইসলাম তার তত্ত্বাবধায়ক হবেন, তিনি আপনাদের মধ্য থেকে তাকেই নির্ধারণ করবেন যিনি তাঁর মতে সর্বোত্তম। এটি শুনে উভয় বুযুর্গ নীরব থাকেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আপনারা কী এ বিষয়টি আমার হাতে সোপর্দ করবেন? আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে দেখছেন, আপনাদের মধ্য থেকে যিনি শ্রেয় তাকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে আমি কোন ত্রুটি করব না। তখন তাদের উভয়েই সম্মত হন। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান তাদের দু'জনের মধ্যে থেকে একজনের হাত ধরে এক পাশে নিয়ে যান এবং বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর ইসলামে আপনার যে মর্যাদা রয়েছে তা আপনি ভালোভাবে জানেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনার তত্ত্বাবধায়ক। বলুন, আমি যদি আপনাকে আমীর নিযুক্ত করি তাহলে আপনি কি ন্যায়বিচার করবেন? আমি যদি উসমানকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করি তাহলে আপনি কি তার আনুগত্য করবেন এবং তার আদেশ মান্য করবেন? অতঃপর আব্দুর রহমান দ্বিতীয় জনকে নিভৃতে নিয়ে যান এবং তাকেও একই কথা বলেন। দৃঢ় অঙ্গীকার আদায়ের পর তিনি বলেন, হে উসমান! অর্থাৎ আব্দুর রহমান হযরত উসমানকে বলেন যে, আপনি হাত এগিয়ে দিন এবং তিনি তাঁর হাতে বয়আত করেন। এরপর হযরত আলী (রা.)ও তাঁর হাতে বয়আত করেন। অতঃপর পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে আর তারাও হযরত উসমানের হাতে বয়আত করে।

(সহী আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৭০০)

যাহোক এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেও আমি তুলে ধরেছি। এখানেও তার বরাতে তুলে ধরলাম। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর স্মৃতিচারণ এখনও চলমান আছে। বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াব। এখন তাদের স্মৃতিচারণ করব। প্রথমে যার উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি হলেন পেশাওয়ার জেলার ডোগ্রী গার্ডেন নিবাসী মাহমুদ আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মে'রাজ আহমদ সাহেব। আহমদী বিরোধীরা গত ১২ আগস্ট, রাত ৯টায় তাকে তার মেডিকেল স্টোরের সামনে গুলি করে শহীদ করে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা হলো, মরহুম তার মেডিকেল স্টোরের কাজ শেষ করে রাত ৯ টায় বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। এমন সময় অজ্ঞাত পরিচয় লোকেরা গুলি করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। শহীদ মরহুমের দেহে ৪টি গুলি বিদ্ধ হয়, যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল প্রায় ৬১ বছর। শহীদ মরহুমের পুত্র স্নেহের ইয়াসের আহমদ ঘটনার কিছুক্ষণ পূর্বেই দোকান থেকে বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। মরহুমের মোবাইল থেকেই তার পুত্রকে ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়। ছেলে যখন মেডিকেল স্টোরে ফিরে আসে ততক্ষণে মরহুম ইহধাম ত্যাগ করেন।

শহীদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা ১৯১২ সনে তার দাদা মুকাররম আহমদ গুল সাহেব ও তার ভাই সাহেব গুল সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি পশতুর বিখ্যাত কবিও ছিলেন। এই বংশের সম্পর্ক ছিল পেশাওয়ারের শেখ মুহাম্মদীর সাথে। পরবর্তীতে তারা গয়ের মুবাঈনদের সাথে যুক্ত হয়, অর্থাৎ আমরা যাদেরকে লাহোরী জামা'ত বা পয়গামী বলি তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল অর্থাৎ খলীফার হাতে বয়আত করেনি। মুকাররম মে'রাজ সাহেব নিজের তিন ভাইসহ ১৯৯০-৯১ সনে বয়আত করে আহমদীয়তভুক্ত হন। এরপর থেকে শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিরোধিতা অব্যাহত থাকে। তার কর্মচারীরাও শুধুমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে তার কাছে কাজ করতে চাইতো না। সোশাল মিডিয়াতেও বেশ কিছুকাল যাবৎ ভয়াবহ বিরোধিতা চলছিল, তাহের নাসিমের হত্যাকাণ্ডের ফলে বিরোধীতা আরো বৃদ্ধি পায় । এ প্রেক্ষিতেই এলাকায় এ বিরোধিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছিল যে, ঈদের পর কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রচারণা চালানো হবে, আর এলাকা থেকে তাদের উৎখাত করবো। শহীদ মরহুম যেখানে বসবাস করছিলেন সে এলাকাটিই পরবর্তী টার্গেট ছিল।

শহীদ মরহুম লক্ষণীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ঘরে নিয়মিত বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা ছিল, খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ছিল, এমটিএতে খুতবা শুনার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। জামা'তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছাড়াও আতিথেয়তা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং গরীবদের সাহায্য তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। অভাবীদের বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন, বংশের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তার সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।ভাইদের পরিবারের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আর ভাইদের সাথে এই ভালোবাসা আহমদীয়াত গ্রহণের পর আরো গভীর হয়। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ তিনি অনেক আগ্রহের সাথে করতেন। এবছর তাহরীকে জাদীদের নতুন আর্থিক বছরের ঘোষণার সময় কর্মকর্তারা তার কাছে পরবর্তী বছরের ওয়াদার জন্য গেলে তিনি পকেটে হাত দেন আর যত টাকা ছিল তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তার ছেলে ইয়াসের ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় হিজরত করেছিলেন। ২০১৩ সালে শহীদ মরহুমও ছেলের কাছে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। কিন্তু ২০১৪ সালে তিনি ছেলেকে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং বলেন, আমার বাসনা হলো, নিজের দেশ ও এলাকায় থেকে গরীব মানুষের সেবা করব আর দেশের প্রতি ভালোবাসা আমাকে পাকিস্তানে থাকতে বাধ্য করেছে। আমি যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম তখন

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন।

দীর্ঘ দিন পেশাওয়ার জামা'তের সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবে কাজ করছিলেন। আহমদীরা স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় সব ধরনের কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকে। অপরদিকে যারা নামধারী দেশপ্রেমিক সেজে বসে আছে, তাদের আহমদীদের ওপর অপবাদ আরোপ ও তাদের ক্ষতি করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। যাহোক আহমদীয়াতের প্রকৃতিতে যা আছে তারা সে অনুযায়ীই কাজ করবে। তিনি দীর্ঘ দিন থেকে পেশাওয়ার জামা'তের সেক্রেটারী যিয়াফত ছিলেন আর আমৃত্যু তিনি এই দ্বায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। গত রমজানে তিনি এ'তেকাফও করেছিলেন। তার এক ভাই ফারুক আহমদ সাহেব সড়ক দুর্ঘটনায় পূর্বেই মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাইয়ের দোকান তার দোকানের কাছেই অবস্থিত। তিনিও সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন, বিভিন্ন হুমকি-ধমকি আসতে থাকে। শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী রশীদা মে'রাজ সাহেবা এবং তিন পুত্র যথাক্রমে ইয়াসের বয়স সাতাশ , মুসাব্বের আহমদ, বয়স পঁচিশ ও জাযেব, বয়স চৌদ্দ বছর আর আয়েশা নামে এম.বি.বি.এস-এর ছাত্রী (কন্যা) রেখে গেছেন। জাযেবকেও তার স্কুলে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা এই ছেলে-মেয়েদেরও দুষ্কৃতকারীদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

আজকাল পাকিস্তানে বিরোধিতা অনেক বেড়ে গেছে। বরং সংসদ সদস্যরাও আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে। অন্যায়ভাবে এমনসব লোকের অপকর্ম উপস্থাপন করা হয় যাদের সাথে জামা'তের কোন সম্পর্কই নেই আবার অপপ্রচার করা হয় যে, এরা আহমদী ছিল। অথচ জামা'তের সাথে এমন দুষ্কৃতকারীদের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।একইভাবে আজকাল যেনতেন লোকেরা সস্তা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ইউটিউবে জামা'তের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রোগ্রাম দিয়ে এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে মনে করে যে,আমি অনেক পুণ্যের কাজ করছি। অথচ তাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়, তারা কেবল নিজেদের সস্তা জনপ্রিয়তা চায়। আল্লাহ্‌তা'লা এই দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের প্রতিই ফিরিয়ে দিন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষত পাকিস্তানের জামা'ত সমূহের এবং সব দেশের আহমদীদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। 'রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদেমুকা রাব্বি ফাহফাযনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামনি'- দোয়াটি অনেক বেশি পাঠ করুন। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরীহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম'-দোয়াটিও অনেক বেশি পড়ুন।দরূদ শরীফ অধিক হারে পাঠ করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই দুষ্কৃতকারীদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। এই শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদেরও তত বেশি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হওয়া উচিত।

শহীদ মরহুমের পুত্র ইয়াসের সাহেব লিখেন, আমার পিতা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন এবং সবসময় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিষ্ঠার সাথে চাঁদা আদায় করতেন। এছাড়াও তিনি মানুষের জন্য চিন্তা করতেন এবং তাদের আর্থিক সাহায্য করতেন। আমার পিতা অনেক সাহসী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা নির্ভয়ে থাকতেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তিনি সবসময় এটিই বলতেন যে, আমি কোন বিরোধিতার পরোয়া করি না, আমার আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন। তিনি খুবই সহজ-সরল, বিনয়ী এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদা প্রশস্ত হৃদয়ে মানুষের সাহায্য করতেন। খুবই তাকওয়াশীল ছিলেন এবং যিকরে এলাহীতে রত থাকতেন। আল্লাহ্‌তা'লার সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক এবং খোদার প্রতি অগাধ আস্থা ছিল। নিয়মিত নামায ও তাহাজ্জুদ আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরও এর নসীহত করতেন। এবারের রমজানে তিনি এ'তেকাফেও বসেছিলেন। তিনি বলতেন, স্বপ্নে আমি এসব দুষ্কৃতকারী এবং মুনাফিকের ভয়াবহ পরিণতি দেখেছি। এছাড়া আস্থার সাথে বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহতা'লা অনেক কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তিনি কিছুকাল অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

অস্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব ও সেখানে বসবাসকারী অন্যান্য আহমদীরাও লিখেছেন, তিনি জামা'তের একজন নিবেদিত প্রাণ সদস্য ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। খুবই মিশুক ও স্নেহশীল, একই সাথে অতিথিপরায়ণ এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। অনেক নির্ভীকও উদ্যমী আহমদী ছিলেন। খুবই স্বল্পভাষী ও নম্রভাষী ছিলেন। তিনি যখন (স্বদেশে) ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন পাকিস্তানের আশঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার কারণে তার বন্ধুবর্গ ও সন্তানরা তাকে যেতে বাধা দেয়, কিন্তু তিনি বলেন, জামা'তের জন্য যদি প্রাণ যায় তাহলে এর থেকে বড় সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয় আর কী হবে; এই বলে তিনি ফিরে যান। মেলবোর্ন জামা'তের যয়ীম আনসারুল্লাহ্ বলেন, শাহাদাতের দু'দিন পূর্বে তিনি আমাকে ফোন করে বলেন,বিরোধিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আমি কিছুতেই ভয় পাওয়ার পাত্র নই।

দ্বিতীয় জানাযা মুরব্বি সিলসিলা স্নেহের আদীব আহমদ নাসের-এর, যিনি নারওয়ালের এধিপুর নিবাসী মুহাম্মদ নাসের আহমদ ডোগর সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি গত ০৯ আগস্ট ক্ষণকাল অসুস্থ থাকার পর ২৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। তিনি জামেয়াতে ভর্তি হয়ে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে জামেয়ার পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং ইসলাহ ও ইরশাদ মকামীর অধীনে কর্মরত ছিলেন। তার বিয়ের কথাবার্তাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল আর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ০৯ আগস্ট তারিখে তার জ্বর হয়, তা টাইফয়েডের রূপ নেয় এবং টাইফয়েড মারাত্মকরূপ ধারণ করে আর বোধশক্তি হারিয়ে যেতে থাকে, আর এর ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এর মাঝে তিনি কোন সতর্কতাও অবলম্বন করেন নি, নিজের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং সফরও করতে থাকেন। যাহোক, দু'তিন দিনের সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর এই জ্বরের কারণেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার পিতা নাসের ডোগর সাহেব লিখেন, ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে আমার পুত্র আমাদের (বাবা-মা) উভয়ের জন্যই গর্বের কারণ ছিল। অত্যন্ত নেক ও পুণ্যবান পুত্র ছিল, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, সাদাসিধে, নম্রভাষী, মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকত। এসব গুণের কথা তার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মুরব্বী বন্ধুরাও লিখেছে। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। জামা'তের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার গভীর প্রেরণা রাখতেন। সবারই প্রিয়ভাজন ছিলেন। চীনে জামা'ত, যেখানে তিনি সেবারত ছিলেন, সেখানে পদায়নের পূর্বেই 'বাইতুয্ যিক্‌র' এবং মুরব্বী কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছেন। নিজের মাসিক ভাতা হতে অর্থ জমিয়ে (যৎসামান্য ভাতা হওয়া সত্ত্বেও) ত্রিশ হাজার রুপি মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রেরণ করেন আর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য বার বার বলতেন। তার কাছে সর্বদা এটিই শোনা যেত যে, কাজ আরম্ভ করুন- আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করবেন।

মরহুমের মা নাসেরা সাহেবা বলেন, আদীব আহমদের জন্মের দিনটি আমাদের কাছে আনন্দের ছিল একারণে যে আমরা তাকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। চার কন্যার পর খোদা তা'লা পুত্র দিয়েছিলেন একারণে আনন্দের সীমা ছিল না। সে বড় হয়ে মুরব্বী হবে এজন্যও আমরা আনন্দিত ছিলাম। আর দ্বিতীয় আনন্দের দিন আসে সেদিন যখন আমাদেরকে জামেয়ায় আমন্ত্রণ করে আদীবকে শাহেদ ডিগ্রী প্রদান করা হয়। অত্যন্ত পুণ্যবান ও অনুগত সন্তান ছিল। কর্মক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন ফোন করে (আমরা) ঔষধ-পথ্য খেয়েছি কি-না তার সংবাদ নিত। মায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিত আর সবসময় শরীরের যত্ন নিতে বলতো। অত্যন্ত খোদাপ্রেমী মানুষ ছিল। কৃষিজীবি পরিবারের সন্তান ছিল, তাই গমের মৌসুম আসলেই তার মা'কে বলতো, গম বেশি করে (জমা) রাখুন, কেননা অনেক অভাবীও আসে, দরিদ্রদেরও সাহায্য করতে হয় এবং তাদেরকেও দিতে হয়।

এধীপুর নামক স্থানে চীনে জামা'ত অবস্থিত, যেখানে এক কক্ষবিশিষ্ট আবাসন ছিল। সব জিনিসপত্র না থাকা সত্ত্বেও সানন্দে তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ফয়সালাবাদ জেলার মুরব্বী জাভেদ লাঙ্গা সাহেব বলেন, মরহুম ওয়াক্‌ফ এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে জীবন যাপনকারী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি জামা'তের কাজ করেন। জামা'তের সদস্যদের উত্তম তরবিয়তের পাশাপাশি তিনি কর্মকর্তাদেরও সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তরবিয়তের লক্ষ্যে তিনি খলীফাদের বিভিন্ন বক্তব্যের অংশবিশেষ জামা'তের সদস্যদের বিশেষভাবে শোনাতেন।

কারো মাঝে কোন ত্রুটি দেখলে তার আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে পৃথকভাবে তাকে বুঝাতেন। সবার সহযোগিতা করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য,মেলামেশা, সদাচার, নম্রতা ও বিনয় ছিল মরহুমের উল্লেখযোগ্য গুণাবলী। খুবই মার্জিত এবং সর্বাবস্থায় খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পিতামাতাকেও মানসিক প্রশান্তি ও ধৈর্য দান করুন। তাদেরকে বিয়োগ বেদনা সহ্য করার তৌফিক দিন আর তার বোনদেরও মনোবল দান করুন। তিনি মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী যার জানাযা পড়াব এবং স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় হামীদ আহমদ শেখ সাহেব। গত ১২ আগস্ট তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮৫ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেবের পৌত্র ছিলেন। মরহুমের পিতা শ্রদ্ধেয় শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব চিনিউট জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। বয়আত গ্রহণের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেবকে তার দুই পুত্রকে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব, শ্রদ্ধেয় হামীদ আহমদ শেখ সাহেবের পিতা শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব কাদিয়ান থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। সেখানে তার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সহপাঠী হওয়ারও সৌভাগ্য হয়। হামীদ আহমদ শেখ সাহেবের নানা ছিলেন হযরত মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব লুধিয়ানভী, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৩১৩জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের পৌত্রীর সাথে হামীদ শেখ সাহেবের বিয়ে হয়। মরহুম হামীদ শেখ সাহেব চার্টার্ড আর্কিটেক্ট ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি লন্ডনে তার শিক্ষা সম্পন্ন করেন। আমাদের রুটি প্ল্যান্টের সাবেক ইনচার্জ উইম্বলডনের রশীদ আহমদ সাহেবের ভাই ছিলেন তিনি। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। মরহুমের এক ছেলে আব্দুর রাজ্জাক শেখ সাহেব আমাদের স্থপতি-সংগঠন ওঅঅঅউ- ইউকে'র সহ-সভাপতি। আব্দুর রাজ্জাক শেখ সাহেব লিখেন, আমার পিতা একজন স্নেহশীলপুত্র, স্বামী, পিতা ও দাদা ছিলেন। গোটা পরিবারের সদস্যরা তাকে ভালোবাসতো। তিনি আহমদীয়া জামাতের খুবই পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান সদস্য ছিলেন। কখনো জামাত-সেবার কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। যুগ-খলীফাকে (নিয়মিত) চিঠি লিখতেন আর নিজ সন্তানদেরও চিঠি লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। সব জায়গায় সন্তানদেরকে স্থানীয় জামা'তের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য উপদেশ দিতেন আর এ সম্পর্কে বারংবার নসীহত করতেন। বাজামা'ত নামাযের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন আর সন্তানদেরও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। জামা'তের বিভিন্ন আর্থিক তাহরীকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন, আর মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পূর্বে একান্ত গুরুত্বসহকারে নিজের সকল বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেন। তিনি নাইজেরিয়াতেও ছিলেন। সেখানেও নিজ পেশার সুবাদে বিভিন্ন মসজিদ ও মিশন হাউসের জমিরসজ্জা ও শোভাবর্ধনের কাজে সহযোগিতা করেছেন। নাইজেরিয়া ত্যাগ করার সময় নিজের ব্যবহারের গাড়িটিও সেখানকার জামা'তকে উপহার স্বরূপ দিয়ে আসেন। পাকিস্তানে অবস্থানকালেও ইসলামাবাদে IAAAE-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোটকথা বিভিন্ন পদে থেকে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন। মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন আর তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি এই তিনজনের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কেরে তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

১ম পাতার শেষাংশ...

ভালবাসায় এতটাই নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে, জগতকে সে ভুলে যায় , আবার কখনও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি এত বেশি মনোযোগ থাকে যে সে খোদাকে ভুলে যায়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসুল আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। আঁ হযরত (সা.) প্রশ্ন করলেন, কিভাবে? সেই সাহাবী উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি যখন আপনার কাছে আসি তখন অবস্থা একরকম থাকে, আর যখন বাড়ি যায় তখন আমার অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়। আঁ হযরত (সা.) বললেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মানুষ সর্বাবস্থায় একইরকম থাকলে সে মারা যেত। বস্তুত স্বাচ্ছন্দ্য এবং কাঠিন্যেরও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। পরিপূর্ণ মোমেনের কাঠিন্যের অবস্থা থাকে আর এর থেকে নিম্ন পর্যায়ের মোমেনদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। অনুরূপভাবে নবীদের জন্যও ক্রমান্বয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ও কাঠিন্যের যুগ আসতে থাকে। কিন্তু নবীদের কাঠিন্যের যুগ সিদ্দিকদের জন্য স্বাচ্ছন্দের তুল্য। এই কারণেই সুফিগণ বলেছেন, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ পুণ্যবানদের পুণ্যকর্মও নৈকট্যভাজনদের জন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর এটিই অর্থ যে, মধ্যম মানের লোকেরা যেটিকে পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য করে, তা উন্নত শ্রেণীর মানুষের জন্য অনেক সময় অধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। আর মধ্যম মানের লোকেদের অধর্ম নিম্ন মানের লোকেদের নিকট পুণ্য বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু এই দুই অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ অতিক্রান্ত হয়, আর মৃত্যু কখন আসে তা কেউ জানে না; এই জন্যই বলা হয়েছে যে তোমরা খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ককে এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ কর যেন তোমাদের মৃত্যু আসার সময় সেটি সর্বোৎকৃষ্ট সময় হয় আর মৃত্যুর ফিরিশতা সেই সময় তোমাদের প্রাণ হরণ করে, যখন খোদা তা'লার সঙ্গে তোমাদের এক অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০২, কাদিয়ান থেকে মূদ্রিত)

****

১২ পাতার পর.....

স্বাধীনতা উপভোগ করেন। তাই এখানে আপনি যে কোনও ধর্ম বা মতবাদ মেনে চলা এবং তা অনুশীলন করার বিষয়ে স্বাধীন। কিন্তু কিছু কিছু মুসলিম দেশ এই অধিকার প্রদান করতে অস্বীকার করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন করীমও একথাই বলে যে, ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি নেই, আর আমরাও এর উপর ঈমান রাখি। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা যখন ধর্মমতের প্রচার করি বা তা ধর্মাচারের মাধ্যমে প্রকাশ করি, তখন মানুষ যদি এটিকে পছন্দ করে, তবে তারা তা গ্রহণ করবে। আমি আশা করি এখানে যে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, তার কল্যাণে এখানকার মানুষরা যখনই ধর্মের প্রতি মনোযোগী হবে,তখন তারা দেখবে যে ইসলামী শিক্ষামালা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং তাদের ধর্মের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত উপযোগী সাব্যস্ত হবে। এই জন্যই আমি আশা করি, যদি মানুষের মনোযোগ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে এখানে ইসলাম অনেক উন্নতি করবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আহমদীদের জন্য নিজের জামাতের বাইরে বিয়ে করার অনুমতি নেই। আপনি এটিকে ধর্মমতের স্বাধীনতার সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়াবেন? নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার স্বাধীনতা কি নেই?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, একথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আসলে, অনেক সময় মহিলারা পুরুষদের প্রভাবে চাপা পড়ে যায়, এইজন্য আমরা বলি যে, যদি আহমদী মেয়ে জামাতের বাইরে বিয়ে করে, তবে তার নিজের এবং তার সন্তানদের পুরুষের প্রভাবে গুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও আমরা দেখি যে পুরুষ ও মহিলার সম্পর্ক যদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে হয়, তবে কিছু কাল পরে বিভেদ শুরু হয়ে যায়। যার কারণে তাদের পরিবার নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে কিছু মেয়ে যখন আমার কাছে এর জন্য অনুমতি চায়, তখন আমি তাদেরকে অনুমতি দিয়েও দিই। এছাড়াও কিছু আহমদী ছেলেরাও জামাতের বাইরে বিয়ে করে; কিছু এমন ছেলেও আছে যাদের স্ত্রীরা খৃষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী। যাইহোক আমাদের ধর্মবিশ্বাস হল একজন মোমেনের এমন ব্যক্তিকে বিয়ে করা উচিত যে খোদাতে বিশ্বাস করে এবং মূর্তিপূজা করে না।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

২২শে অক্টোবর, ২০১৯

পার্লামেন্ট সদস্যদের উদ্দেশ্যে হুযুরের ভাষণ (অবশিষ্টাংশ)

ইসলামের দাবি, তার অনুসারীরা যেন অন্যান্য ধর্মের অনুসারী, তাদের ধর্মমত এবং ধর্মীয় আবেগের প্রতি সংবেদনশীল হয়। মদীনার শাসন ব্যবস্থা এই শিক্ষার স্পষ্ট প্রমাণ; যেখানে তওরাতকে ইহুদীদের ঐশীবিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

ইসলাম শত্রু এবং বিরুদ্ধবাদীদের অধিকারসমূহ রক্ষা করারও শিক্ষা দিয়েছে। দ্বিতীয় সূরার ১৯১ নং আয়াতে যুদ্ধপরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যাচার নিষিদ্ধ বলে বর্ণিত হয়েছে। পরিতাপের বিষয় হল, বর্তমান বিশ্বে, যা পূর্বের যে কোনও যুগের থেকে বেশি সভ্য হওয়ার দাবিদার, তারা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরুদ্ধবাদীদের অধিকারসমূহ পদদলিত করার মাধ্যমে ঘোর অত্যাচারপূর্ণ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় আর প্রতিশোধ গ্রহণের কোনও সুযোগই হাত ছাড়া করে না।

কুরআন করীমের ৫ম সূরার নয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠীর শত্রুতা তোমাদেরকে ন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য না করে। বরং ইসলাম নির্দেশ দেয় সর্বাবস্থায় ন্যায় নীতিকে সমুন্নত রাখতে এবং কখনও প্রতিশোধের ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিতে।

এই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই করুণা ও ক্ষমার সেই অনন্য আচরণের মধ্যে, মক্কা বিজয়ের সময়ে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে। ইতিহাস সাক্ষী আছে, মক্কায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার এবং বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল, তাদের প্রাণ হরণ করা হয়েছিল, তাদেরকে গৃহহীন করা হয়েছিল। এমনকি শেষমেশ তাদেরকে হিজরত পর্যন্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যখন কি না গোটা শহর তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন তিনি ঘোষণা করলেন, 'মুসলমানদের উপর নির্যাতনকারীদের প্রতি কোনও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না।' তিনি ঘোষণা করলেন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মুসলমানদের উৎপীড়নকারীদের তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দেওয়া হোক। আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, কারো সঙ্গে অবিচারপূর্ণ আচরণ করা যেন না হয়।

ইসলামের মাধ্যমে সমাজের সব থেকে দুর্বল মানুষদের জন্য আরও একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল দাসত্ব প্রথার ক্ষেত্রে, যা ইসলামের পূর্বে বৈধ এবং নিয়মসম্মত মনে করা হত। কুরআন করীমের ২৪ নং সূরায় ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, যদি কোনও ক্রীতদাস মুক্তি দাবি করে, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক। যদি কোন মুক্তিপণ নেওয়াও আবশ্যক হয়, তবে সঙ্গত এবং প্রতিশোধযোগ্য কিস্তিতে গ্রহণ করা উচিত অথবা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

আজ বাহ্যিক দাসত্বের যুগ নেই ঠিকই, কিন্তু এর স্থান দখল করেছে আর্থিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ। শক্তিধর ও দুর্বল জাতি গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্কের রূপ নিয়েছে। যেমন ধনী দেশগুলির পক্ষ থেকে অভাবপীড়িত দেশগুলিকে সহায়তার নামে দেওয়া ঋণ- শর্ত যেমনই হোক, তা গ্রহণ করা ছাড়া তাদের কাছে কোনও উপায় থাকে না। এছাড়া মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া সুদের হার বাহ্যত এই সব স্বল্পমেয়াদী ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী বিপদ ও বিধিনিষেধে রূপান্তরিত করে। পরিণামে ঋণগ্রস্ত দেশের কাছে শীর্ষ দেশগুলির সামনে নতজানু হয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এই দাসত্ব সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক।

ইসলাম শুরু থেকেই অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধ্য করেছে। যেমন কুরআন করীমের ৬ষ্ঠ সূরার ১০৯ নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মুসলমানরা যেন মুশরিকদের প্রতীমার নিন্দা না করে, নচেত এই মুশরিকরা আল্লাহ্ মর্যাদা পরিপন্থী কথা বলতে প্ররোচিত হবে।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি এই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্ণনা করলাম যেগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে ইসলাম কিভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি আশা করি, আমার কথাগুলি আপনাদের নিশ্চয় আশ্বস্ত করেছে যে ইসলাম পশ্চিমি সভ্যতা বা সংস্কৃতির জন্য মোটেই কোনও বিপদ নয়। যদি কোনও মুসলমান অমুসলিমদের অধিকার সমূহকে পদদলিত করে, তবে সে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে কিম্বা সে এই শিক্ষা সম্পর্কে অবগতই নয়।

উপসংহার এই যে আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যা ধ্বংসের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে আর এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

একটি বিষয় বোঝা দররকার, যে কোনও কথা বা মন্তব্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তাই সভ্যতার সংঘাতের কথা না বলে, জাতি সমূহের মধ্যে অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করার পরিবর্তে অপরের ধর্মীয় শিক্ষার উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারো ধর্মমতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরিবর্তে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে আমরা এক ও অভিন্ন মানবজাতির অংশ আর পূর্বের যে কোনও যুগের থেকে মানুষ আজ বেশি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদেরকে ঐক্যের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত যাতে পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তথাপি বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক এর উল্টো। মুসলিম হোক বা অমুসলিম, পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থের উপর প্রত্যেক জাতি নিজেদের স্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে ন্যায় ও নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে বদ্ধপরিকর রয়েছে। অতীতের অন্ধকার যুগের ন্যায় নেতিবাচক ঐক্য এবং গুটবাজি মাথা চাড়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী নিজের ধ্বংস ডেকে আনার জেদে অটল।

আজ একাধিক দেশ এমন সব পারমাণবিক অস্ত্র এবং ধ্বংসের উপকরণ তৈরী করে ফেলেছে যা আলোচ্য সভ্যতাকে সমূলে ধ্বংস করার শক্তি রাখে। এই অস্ত্রগুলি ব্যবহৃত হবে না বা এগুলি অশুভ কোন শক্তির হাতে যাবে না, একথা কে বলতে পারে? এই পারমাণবিক অস্ত্রগুলি যদি কখনও ব্যবহৃত হয়,তবে এর মারাত্মক প্রভাব কেবল আমাদের উপরই পড়বে না, বরং আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের পাপের ফল ভোগ করবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম শারিরিক এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত শিশুরা জন্ম নিবে, যাদের আশা ও স্বপ্ন চুরমার হওয়ার পিছনে তাদের নিজেদের কোন দোষ নেই।

আমরা কি নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এমন উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই? নিশ্চয় না।

এই জন্য ধর্মীয়, বর্ণগত এবং রাজনৈতিক ভেদাভেদের ভিত্তিতে বিদ্বেষাগ্নি ছড়ানো পরিবর্তে আমাদের নিজেদের কর্মধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, পাছে খুব বেশি বিলম্ব না হয়ে যায়।

আসুন আমরা যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা ও প্রেমের প্রেরণা নিয়ে বিশ্বশান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করি। এই কথাগুলি বলার পর আমি পুনরায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অসংখ্য ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শোনার জন্য আমন্ত্রিত সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন সরকারি অতিথিবৃন্দরা ছাড়াও সাধারণ অতিথিরাও নিজেদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেগুলি পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হল।

জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য বেটিনা মুলার সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: ইমাম জামাত আহমদীয়ার ভাষণ থেকেও শান্তির সৌরভ ভেসে আসছিল। তাঁর সত্তা-ই ছিল শান্তিসর্বস্ব। যা থেকে অনুষ্ঠানের পরিবেশে নিরাপত্তা ও সত্যের প্রভাব ফুটে উঠছিল।

সংসদ সদস্য যাকলিন নাস্টিক বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমাম সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, কোন অস্পষ্টতা বা সংশয় অবশিষ্ট রাখেন নি। সত্য এবং সৎ চিন্তাধারা ব্যতিরেকে এমন স্পষ্ট ভাষার বক্তব্য উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। আমি তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে একমত।

আলেকজান্ডার রাডওয়ান সাহেব নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমাম যে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী দিয়েছেন তার উৎস হল কুরআন। তিনি নিজের অবস্থানের স্বপক্ষে কুরআন এবং ইসলামের প্রবর্তকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও এর বিষয়বস্তু অভিনব এবং

সম্পূর্ণভাবে সময়োপযোগী ছিল, কিন্তু খলীফা তাঁর অবস্থানের সমর্থনে প্রাচীন ইসলামী উৎস উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ইসলাম এবং কুরআন প্রথম দিন থেকেই ধর্মের ভিত্তি রেখেছিল মানবীয় সহানুভূতি, শান্তি ও সৌহার্দ্যের উপর। আমার মতে এই ভাষণটি ব্যাপকহারে প্রসার করা উচিত, যাতে পাশ্চাত্যের দেশগুলির মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

পার্লামেন্ট সদস্যা ক্রিস্টাইন বুশোলজ সাহেবা বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমাম বর্তমান যুগের নাড়ি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন আর যেহেতু তিনি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী,তাই তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপত্রে সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা রোধের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার রয়েছে।

গোখেল ইয়েসিল সাহেবা বলেন, 'জামাত আহমদীয়ার ইমামের যুক্তিপূর্ণ অবস্থান আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আশা করি, এই বার্তা যেখানেই পৌছাঁবে, প্রত্যেক বিদ্বেষমুক্ত স্বভাবের মানুষ নিঃসঙ্কোচে এর সঙ্গে একমত হবে।

নীল এ্যানেন সাহেব বলেন, 'যেরূপ স্পষ্টভাবে বিস্তারিত এবং বিশ্লেষণাত্মক তুলনা দিয়ে জামাত আহমদীয়ার ইমাম ইসলাম আহমদীয়াত এবং সামগ্রিক ধর্মের পরিচিতি এবং সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট করেছেন, তা বোঝার পর আমার জন্য এমন জামাতের সঙ্গে পাকিস্তানে অধিকার হরণ এবং উৎপীড়নমূলক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রত্যেক সম্ভাব্য মঞ্চে সোচ্চার হওয়া বেশি সহজ হবে। এখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে মানবাধিকার রক্ষার জন্য জামাত আহমদীয়ার সরব হওয়া কেবল কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সহায়তা করা নয়, বরং সামগ্রিক এবং বিশ্বজনীনভাবে মানবীয় মূল্যবোধ রক্ষার চেষ্টা হবে।

ক্রিস্টোফর স্ট্রাক সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি জীবনে হয়তো এই প্রথম এমন কোনও অনুষ্ঠান দেখছি বা এতে অংশগ্রহণ করছি যা মুসলমানদের দ্বারা আয়োজিত এবং সেখানকার সামগ্রিক পরিবেশ এমন শান্তিপূর্ণ যার কথপোকথন এমন সম্পূর্ণ এবং যুক্তিপূর্ণ। আমি আনন্দিত যে কারো দৃষ্টি, বাহ্যিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক সমৃদ্ধির ভিতর লুকিয়ে থাকা বিভেদ দেখতে পারে। আর জামাত আহমদীয়ার ইমামের সত্তায় বিদ্যমান সত্য এবং নিঃস্বার্থ মানবীয় মূল্যবোধ, মানবতার উপর ঘনীভূত হওয়া পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে সতর্ক করতে তাঁকে শক্তি জোগায়।

এমনেস্টি ইন্টার ন্যাশনাল -এর মুখপাত্র মাননীয় শা সাহেব বলেন, 'জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবও এমন গভীর ছিল যে তাঁর কথা শুনে আমার মন আশ্বস্ত হচ্ছিল আর তাঁর পূর্বের খলীফার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিভাষা এবং পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন, আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবিদের তা অস্বীকার করার উপায় নেই। খলীফা কুরআনী আয়াতগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারীরা এই আয়াতগুলিকেই ঘটনাক্রমের প্রসঙ্গ ছাড়া উপস্থাপন করে থাকে।

সংসদ সদস্য ফিলিস লিউপিট সাহেব নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমাম একজন বিনয়ী স্বভাবের ব্যক্তি, তিনি সমাজের নিম্নশ্রেণী পর্যন্ত দৃষ্টি রাখেন আর যে পূর্ণাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানবীয় সহানুভূতি এবং মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি সম্মানের কথা বলেন, তা থেকে আমি এতটুকুই বুঝতে পেরেছি যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আর ধর্মীয় ও রাজনীতিক নেতাদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে দূরত্ব থেকে থাকে, তিনি তার উর্ধ্বে।

প্রফেসর হেরিবাট হার্টে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, 'জামাত আহমদীয়ার ইমাম তাঁর জামাতকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এনে এই জামাতকে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে দাঁড় করিয়েছেন। যে জামাতের সদস্যরা শিক্ষার উপর এত বেশি গুরুত্ব দিবে, নেতৃত্ব দেওয়াই তো তাদের গন্তব্য হবে, অন্ধ অনুসরণ নয়। এই কারণে ধর্মীয় বলয়ে এমন দূরদর্শী নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি আনন্দিত।

এক্সেল ক্লোরেগ সাহেব (সাংসদ) বলেন, বর্তমান যুগের নেতৃত্ব জনসাধারণ এবং প্রজাদের সুখ-দুঃখ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে এবং কেবল সেই সব সমস্যা ও জটিলতার উল্লেখ করে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনা ও মর্মস্পর্শিতা তাতে থাকে না। আমি আনন্দিত যে আহমদীয়া জামাতের ইমামের বক্তব্যে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটছিল আর তাঁর সত্তায় মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির আভাস পাওয়া যায়। আমি অবসর সময়ে তাঁর এই বক্তব্যটি পুনরায় পড়ব আর যতদূর পারি এটিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিব।

ফিলিয পোলাট (সংসদ সদস্য) বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার পূর্ণাঙ্গীন পরিভাষা উপস্থাপন করেছেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সময় আমি তাঁকে পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলি। তিনি বলেন, এটি একটি বিশ্বজনীন সংকট। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত দেশ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করবে, এক্ষেত্রে ইতিবাচক গতি আসা সম্ভব নয়। এমনিতেও কোনও একটি দেশের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। আমি আনন্দিত যে, মানবজাতির বিভিন্ন সংকটের উপর তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর।

সেবিন লেডিগ (সাংসদ) বলেন: আমি তো এমনিতেই কোন ধর্মে বিশ্বাসী নই, কিন্তু একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে জামাত আহমদীয়ার ইমাম সময়ের পূর্বেই ভবিষ্যত মানব প্রজন্মের বেদনা অনুভব করে যেভাবে বর্তমানের নেতৃত্ববর্গকে সর্তক করেছেন, তা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার ইচ্ছে এই বার্তাটি ব্যাপকহারে প্রচারিত হোক, যাতে গোষ্ঠীগতভাবে মানুষের বিবেক জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের বিষয়ে দায়িত্বাবলী সম্পর্কে ব্যুতপত্তি অর্জন হয়। আজ হুযুরের যে বার্তা ছিল, আমার হৃদয়কে তা স্পর্শ করেছে। কেননা তিনি শান্তির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা হল সন্তান-সন্ততি। অর্থাৎ তিনি সন্তানদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেছেন। খলীফা কেবল বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি স্নেহশীল নন, বরং অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও তিনি চিন্তিত, তাদেরকেও তিনি ভালবাসেন। আজ ইসলাম সম্পর্কে বিশেষভাবে যে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হল, সেটি হল ইসলামে মহিলাদের কি মর্যাদা রয়েছে? আর আজ খলীফা মহিলাদের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা কিছু বর্ণণা করেছেন তাও আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

নাহাওয়ান্ডি সাহেবা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমামের এই বক্তব্যটি সমগ্র ইউরোপে প্রচারিত হলে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত সংশয় ও রক্ষণশীল মনোভাব দূর হবে এবং একপেশে নেতিবাচক প্রভাবও দূর হবে।

এক্সেল ক্লোরিগ সাহেব বলেন, আজ খলীফার ভাষণটি বিশেষভাবে আমার পছন্দ হয়েছে। কেননা তিনি পৃথিবীতে শান্তির প্রসারের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি এও স্পষ্ট করেছেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তির কি কি দায়িত্ব রয়েছে? আজকের ভাষণে খলীফা যে বার্তা দিয়েছেন, সেটি তাঁর নিজের সত্তায় প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করা যেতে পারে। যদি প্রত্যেকে এই বার্তা বোঝে তবে নিঃসন্দেহে শান্তির প্রসার হওয়া সম্ভব। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা খলীফা বর্ণনা করেছেন সেটি হল বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষেরা কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে। তিনি যে সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলির বিষয়ে একজন খৃষ্টান হিসেবে আমি একেবারে একমত।

প্রফেসর ক্রিস্টোফ গাল্টমান সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান আমার ভীষণভাবে পছন্দ হয়েছে। হুযুরের ভাষণ থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। আমি বেশ কয়েকটি কুরআনের উদ্ধৃতি নোট করেছি যেগুলি খলীফা উল্লেখ করেছিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে সেগুলি আরও একবার পড়ে দেখব। আমি এজন্যও আনন্দিত যে খলীফা শান্তির বাণীর প্রসার করছেন।

এক খৃষ্টান অতিথি বলেন, খলীফার ভাষণ শোনার এই প্রথম সুযোগ আমি পেলাম। এর পূর্বে আমি কখনওই শুনিনি যে ইসলাম শান্তির প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। আমি এজন্যও আনন্দিত যে খলীফার আজকের ভাষণ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতা ও প্রতিনিধিরাও শুনেছেন। অনুরূপভাবে ইহুদী যাজক এবং অন্যান্য মুসলমান ফির্কার মানুষদেরও আমি এখানে দেখছি।

একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আজ আমি একজন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির ভাষণ শোনার সুযোগ পেয়েছি, যিনি তাঁর বক্তব্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ বিষয়ের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। হুযুর মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 24 Sep, 2020 Issue No.39

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দিকে নিয়ে আসতে পারেন। তিনি খুবই সহজবোধ্য ভাষায় স্পষ্ট করেছেন যে, সমস্ত মানুষকে শান্তি ও ভালবাসা সহকারে সহাবস্থান করা উচিত। এর জন্য সব থেকে জরুরী বিষয় হল পরস্পরের সম্মান করা। তিনি এও বর্ণনা করেন যে, পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আর সকলের জন্য যথেষ্ট, যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এই ব্যক্তি এমন পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেন? তিনি এমন একজন নেতা যিনি মানুষের প্রতি পরম স্নেহশীল। তাঁর বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি প্রত্যেককে নিজের নিজের দায়িত্বের প্রতি সচেতন করেন। নেতৃত্বের মধ্যে এই বৈশিষ্ট থাকা ভীষণ আবশ্যক।

এক অতিথি বলেন, হুযুর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টির তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হল আজকের যুগে সমাজে ধর্মকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না, ধর্মকে মানুষ নেতিবাচক চোখে দেখে। একজন খৃষ্টান হিসেবেও এই বিষয়টি আমি অনুভব করতে পারি। এছাড়া খলীফার ভাষণে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমার মনে হয়েছে সেটি হল শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব। এ বিষয়ে জামাত আহমদীয়া এমনিতেই একটি উচ্চাঙ্গের উদাহরণ।কেননা মানুষের যখন জানা থাকে যে তাদের পবিত্র ঐশী গ্রন্থ কি শিক্ষা দেয়, তখন অনেক সমস্যা থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি।

এক অতিথি বলেন, আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে খলীফার ভাষণে যে মূল্যবোধ এবং মানুষের কর্মপন্থার উল্লেখ হচ্ছিল তার ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আমি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে শতভাগ একমত। খলীফার ব্যক্তিত্ব আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর সত্তা বলে অনুভুত হয়েছে। খলীফার ভাষণে সব থেকে বেশি যে বিষয়টি আমার পছন্দ হয়েছে সেটি হল, 'আমার কাছে ধর্মের শিক্ষা আছে অথচ আমি সেটি অনুশীলন করলাম, এমন শিক্ষার কোনও উপকারীতা নেই।' আসল কথা হল মানুষ নিজের কর্মযোগে প্রমাণ করে দেখাক যে তার মধ্যে উচ্চমানের নৈতিকতা বিদ্যমান।

একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম, আর এখনও আমার উপর তাঁর অনেক প্রভাব রয়েছে। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, আজকের দিনে এমন একটি অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হল। আজকের সাক্ষাতের পূর্বে আমি অত্যন্ত আশঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন ছিলাম, কারণ আমি জানতাম না যে খলীফার সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাত করতে হয়। কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাত হল,তখন আমি খুব শীঘ্রই আশ্বস্ত হলাম। আর নিঃসন্দেহে এটি খলীফার ঈশ্বরদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তির কারণেই ছিল। আজকের ভাষণে এবিষয়টি সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে যে তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষগুলির অপনোদন করেছেন। সেই সঙ্গে শান্তি প্রসঙ্গে যে বার্তা দিয়েছেন সেটিও অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল।

আরেক অতিথি বলেন, তাঁর জন্য এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উপযোগী ছিল। হুযুর অসাধারণ ভঙ্গিতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এভাবে এই ধরণের বিষয়ের উপর মানুষের কথার ক্ষেত্রে মানুষের সংশোধন হয়েছে। এর দ্বারা নিশ্চয় অনেক মানুষের উপকার হয়েছে। এটা জরুরী ছিল যে খলীফা উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে স্পষ্ট করতেন যে ইসলামের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

একজন ভদ্রমহিলা বলেন, প্রথমবার খলীফার উপর দৃষ্টিপাত করে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। সেই সঙ্গে এক শ্রদ্ধাবোধও ছিল। আমি এমনিতেই ইসলাম ধর্মের বিষয়ে আগ্রহী। আরও একটি বিষয় খলীফার ভাষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তা হল আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। মানুষের মনের বিদ্বেষ দূর করার জন্য এটি জরুরী। বস্তুত ইসলাম শান্তির ধর্ম আর এজন্য আজকের ভাষণ জরুরী ছিল যে যারা ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ লালন করেন,তাদের সেই বিদ্বেষ যেন দূর হয়।

আরেক অতিথি বলেন, খলীফার সমস্ত কথাই আমার পছন্দ হয়েছে; কেননা তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর একটি কথা আমাকে অবাক করেছে। তিনি বলেছেন, মানুষের জন্য সব ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়া আবশ্যক নয়। ক্ষমাও মানুষের উপকার সাধন করতে পারে।

আরনো তাপে নামে এক অতিথি বলেন, আমি এর আগেও খলীফার ভাষণ শুনেছি। সেই সময়ও তাঁর ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবারও তাঁর কথাগুলি আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু যুগ খলীফার ভাষণ নিয়ে অনেক স্থানে আলোচনা চলবে, তাই আমার পরামর্শ, খলীফার ভাষণটি যথাশীঘ্র ছাপিয়ে সমস্ত অতিথি এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের দেওয়া হোক। এভাবে সকলের কাছে যুগ খলীফার কথাগুলি সরাসরি পৌঁছে যাবে।

একজন মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাতকার

আজকের অনুষ্ঠানে ডাচল্যাণ্ড রেডিওর একজন মহিলা সাংবাদিক হুযুরের সাক্ষাতকার নিতে এসেছিলেন। এছাড়াও রাষ্টদূত বেরেশেম সাহেবও সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন, যিনি ডাইরেক্টর অফ ডিপার্টমেন্ট রিলিজিয়ন এন্ড পলিটিক্স মিনিস্ট্রি অফ ফরেন এফেআর্স পদে আসীন আছেন।

ডাচল্যান্ড রেডিওর মহিলা সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সাক্ষাত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, গতকাল আমি আপনার বক্তব্য শুনেছিলাম। আমার প্রথম প্রশ্ন হল, আপনি বলেছিলেন, ইউরোপের মধ্যে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে যা ইউরোপ বাসীর জন্য ইসলাম অপেক্ষা বেশি আশঙ্কার কথা। তাই খৃষ্টবাদ হোক বা ইহুদী ধর্মমত- আপনি মানুষকে ধর্মের দিকে নিয়ে আসার কথা বলেছেন। আপনার মতে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ধর্মহীনতা কোন্ বিপদ ডেকে আনছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বাইবেল ও কুরআন সহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থে কিছু নৈতিক মূল্যবোধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি পুরোপুরিভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। যেমন, পিতামাতার সেভাবে সম্মান করা হয় না, যেমনটি অতীতে করা হত বা ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষা অনুসারে তাদের সম্মান করা হয় না। এইরূপ দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি সংবাদ পত্রে নিশ্চয় পড়েছেন, প্রায়দিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে,সন্তানেরা দাবি করে যে পিতামাতা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। অন্যদিকে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হয়ে থাকে। এখন পিতামাতারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে যে, সন্তানেরা যেন এতটা স্বাধীনতা না পায় যতটা তারা এখন পাচ্ছে। এইভাবে অনেক নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে, যেগুলি এই সমাজে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এইজন্যই আমি বলি যে, কিছু নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছে না, যেগুলি ঐশীগ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতার গুরুত্বের বিষয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি ইসলামী দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবেন যে বহু ইসলামি দেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা নেই। যেমন জামাত আহমদীয়াকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে কি ইউরোপের ধর্মীয় স্বাধীনতা আপনাদের আরও বেশি উন্নতি করার সুযোগ দেয় না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইউরোপে অবশ্যই একটি ইতিবাচক বিষয় পাওয়া যায়-আপনি এখানে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, ধর্ম বা মতবাদের

এরপর ৯ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir